

# বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ▶ ১** সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক লিয়াকে সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো একটি বিষয় সম্পর্কে লিখতে বললে লিয়া নিম্নলিখিত তথ্যগুলো লিখে—

- শ্রেণি ও বর্ণ প্রথার কাঠামোর পরিবর্তনকে নির্দেশ করে;
- সমাজের কাঠামোগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে;
- পরিবার, সরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

◀ **শিখনফল- ১**

- বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও তথ্য কীসে পরিণত হয়েছে? ১
- কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব? ২
- বুঝিয়ে লেখো। ২
- লিয়ার লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করো। ৩
- উক্ত বিষয় ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনের আরও কোনো মাত্রা আছে কি? সূচিন্তিত মতামত দাও। ৪

**১নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও তথ্য পরিণত হয়েছে লাভজনক অর্থনৈতিক পণ্যে।

**খ** তথ্য ও প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। তথ্য ও প্রযুক্তি মনিটরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব।

**গ** লিয়ার লিখিত তথ্যসমূহ সামাজিক পরিবর্তনের কাঠামোগত মাত্রাকে নির্দেশ করে।

কেননা সামাজিক পরিবর্তনের কাঠামোগত মাত্রা সমাজের কাঠামোগত রূপান্তর (ভূমিকার পরিবর্তন, নতুন ভূমিকার উত্থান), শ্রেণি ও বর্ণ প্রথার কাঠামোর পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন— পরিবার, সরকার, বিদ্যালয় বা শিক্ষা ব্যবস্থা) পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক লিয়াকে সমাজবিজ্ঞানের যেকোনো একটি বিষয় সম্পর্কে লিখতে বললে লিয়া লিখে—

- শ্রেণি ও বর্ণ প্রথার কাঠামো পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।
- সমাজের কাঠামোগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে
- পরিবার, সরকার ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

লিয়ার লিখিত এই তথ্যসমূহ সামাজিক পরিবর্তনের কাঠামোগত মাত্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** সামাজিক পরিবর্তনের কাঠামোগত মাত্রা ব্যতীত আরও দুটি মাত্রা রয়েছে। এগুলো হলো— সাংস্কৃতিক মাত্রা ও মিথস্ক্রিয়াগত মাত্রা।

সাংস্কৃতিক মাত্রার পরিবর্তন সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নব প্রযুক্তি, অন্য সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ, ব্যাপ্তিবাদ এবং সাংস্কৃতিক ধারার মাধ্যমে ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তনের মিথস্ক্রিয়াগত মাত্রা বলতে সমাজে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। হাডসন (Hudson) আবার এর মধ্যে পাঁচটি মাত্রাকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো— ১. মাত্রাগত পরিবর্তন; ২. সামাজিক দূরত্বের পরিবর্তন; ৩. দিকের পরিবর্তন; ৪. কৌশলগত পরিবর্তন এবং ৫. ধরনের পরিবর্তন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে উল্লিখিত মাত্রাটি ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনে আরও দুটি মাত্রা রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ২** কল্লোল মাহমুদ সাহেব ১২ বছর কানাডা থেকে দুই মাসের ছুটিতে দেশে আসেন। নিজ গ্রামে গিয়ে তিনি দেখেন ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন। তার এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক শিল্পকারখানা। ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে টিনের ঘরের জায়গায় গড়ে উঠেছে ইটের ঘর। তবে শিল্পকারখানার বর্জ্য স্থানীয় ডাকাতিয়া বিলে গড়িয়ে যাওয়ায় বিলে এখন আর ধান হয় না। বিলটি এখন মাছশূন্য। এলাকায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখে জনাব মাহমুদের মন কেঁদে ওঠে।

◀ **শিখনফল- ২**

- শিল্পায়ন কী? ১
- নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম ফলশ্রুতি হলো পারিবারিক ভাঙনজনিত সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২
- কল্লোল মাহমুদের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী কী কারণ কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- উক্ত বিষয়টি দ্বারা কি উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যাই প্রতিফলিত হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**২নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** শিল্পায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অকৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়।

**খ** নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম ফলশ্রুতি হলো পারিবারিক ভাঙনজনিত সমস্যা।

গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া এবং নগরে অণু পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পেছনে নগরায়ণ এবং শিল্পায়নই দায়ী। গ্রামের একটি যৌথ পরিবারের সদস্য নগরে এসে অকৃষিজ পেশায় যোগ দিয়ে সাধারণত অণু পরিবারই গড়ে তোলে। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নগরে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়।

**গ** কল্লোল গ্রামমুদ্রের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ শিল্পায়নের ভূমিকা রয়েছে এবং এই শিল্পায়নের প্রভাব অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সমাজের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা করেছে।

আমরা জানি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এর ফলে বিদ্যুৎ, স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার মানব সভ্যতা ও প্রগতির ধারাকে গতিশীল করেছে।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকারখানা বা কুটিরশিল্প আজ বৃহদায়তন শিল্পকারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা না থাকায়, এ সকল বৃহদায়তন শিল্পকারখানা প্রযুক্তির সুবিধা অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুবিধা পাওয়া যায় এমন গ্রামের আশপাশে গড়ে উঠেছে।

কল্লোল সাহেবের গ্রামেও প্রযুক্তিগত এ সকল সুবিধাদি থাকার কারণে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। ফলে সেখানকার গ্রামের বহু মানুষের এ সকল শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই মানুষ আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে গড়ে তুলছে টিনের এবং ইটের পাকা ঘর।

সূত্রাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কল্লোল গ্রামমুদ্রের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

সূত্রাং আমরা বলতে পারি, কল্লোল গ্রামমুদ্রের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

**ঘ** শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের ফলে মানবজীবনে এ সকল সমস্যা ছাড়াও আরও নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত একটি সমস্যা হলো গৃহায়ন ও বস্তি সমস্যা। জীবিকা ও কর্মসংস্থানের আশায় মানুষ গ্রাম থেকে পরিবারসহ শহরে চলে আসে। সামান্য আয়ের এ সকল লোকেরা মাথা পোঁজার জন্য বস্তি গড়ে তোলে। স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষের পক্ষে শহরে যৌথ পরিবার নিয়ে বসবাস করা কষ্টকর বিধায় আস্তে আস্তে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠেছে। অপরদিকে, শহুরে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই উপার্জনশীল হলে ক্ষমতা, মর্যাদা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অনেক সময় পারিবারিক কলহ দেখা দেয়; যা ঐ পরিবারের সন্তানসহ অন্যদের নিরাপত্তাহীন করে ফেলে। এছাড়া নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সর্বত্রই প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সংস্কার ও বিপ্লব সমাজের কাঠামো, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহিত করে। যেমন— জাপানের মেইজি সংস্কার আন্দোলন জাপানকে কৃষি থেকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো শিল্পায়ন। এর ফলে দেখা যায় শিল্পকারখানার বর্জ্য স্থানীয় ডাকতিয়া বিলে গড়িয়ে যাওয়ায় সেখানে এখন আর ধান হয় না। বিলটি এখন মাছশূন্য। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্পায়নের কারণেই উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা সংঘটিত হয়েছে। সূত্রাং শিল্পায়নের কারণে একদিকে যেমন সমাজ জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

**প্রশ্ন ৩** নাসিমা গ্রাম ছেড়ে রাজধানীর আশকোনা এলাকার এক বস্তিতে স্বামী ও সন্তানাদি নিয়ে বসবাস করেন। প্রায় দু' বছর ধরে এক বাসাবাড়িতে পেটে-ভাতে গৃহস্থালির টুকটাক কাজ করার

পর বছর খানেক আগে তিন হাজার টাকা মাসিক বেতনে স্থানীয় সোয়ান গার্মেন্টসে কাজ নেন। তিনি এখন বাড়তি আয় করে পরিবারের কিছুটা উন্নয়ন ও স্বচ্ছন্দ্য এনেছেন।

ক. কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য কী প্রয়োজন? ১

খ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাসিমার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেসব উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে সেগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নাসিমার পোশাক শিল্প-কারখানায় কাজ করার মধ্য দিয়ে কোন যুগের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

**খ** আমাদের দেশের স্থল ও জলপথ ব্যবস্থা অদ্যাবধি এতই অনুন্নত যে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে আনা-নেওয়া সম্ভব হয় না। যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত বলেই আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদানুযায়ী শিল্পকারখানা স্থাপন করা যাচ্ছে না। এছাড়া পরিবহন ধর্মঘট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত নাসিমার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধানত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবের সমন্বয় ঘটেছে।

নগরায়ণের মাধ্যমে মানুষের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি, আর্থিক সচ্ছলতা আনা, বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়। ফলে দেশের অন্যান্য স্থান হতে মানুষ নগরে এসে বসবাস করে। এছাড়াও নগরের লোকজন গ্রামের তুলনায় অধিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। শিল্পায়ন বলতে মূলত কৃষি সমাজে আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশকে বোঝায়। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। শিল্প এলাকায় মানুষের কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়, টাকা শহরে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় এখানে মানুষের কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসিমা উন্নত জীবনের আশায় গ্রাম থেকে রাজধানীতে এসে বস্তিতে বসবাস করে যা নগরায়ণকে নির্দেশ করছে। পরবর্তীতে সে জীবিকার আশায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করে। নাসিমার গার্মেন্টসের কাজ করা শিল্পায়নের প্রভাবকে নির্দেশ করছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সমন্বয়ে নাসিমার সমাজজীবনে পরিবর্তন এসেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে নাসিমার পোশাক শিল্প-কারখানায় কাজ করার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা বিশ্লেষণ করা হলো—

কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে স্তরের ব্যবধান হিসেবে মনে করেছেন। তাদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নতকামী ছিল। অগাস্ট কোঁৎ জনগণের বিকাশকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— প্রথম বা আদি যুগ হচ্ছে ধর্মীয় যুগ, দ্বিতীয় হলো দার্শনিক যুগ, আর শেষ যুগ হলো পজিটিভিজম বা দৃষ্ট প্রকৃতির যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃষ্ট প্রকৃতিকে মানুষ চরম বলে স্বীকার করেছে।

সামাজিক বিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ মূলত জাগতিক পরিবর্তনকেই বোঝায় যা এক অনির্দিষ্ট অস্থায়ী অসাদৃশ্য থেকে নির্দিষ্ট স্থায়ী সমসাদৃশ্যে চিরন্তন গতিতে বয়ে চলেছে। স্পেন্সার ছিলেন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, ‘বিবর্তনের ফলে সমাজের রূপ পরিবর্তিত হয়’। কার্ল মার্কস মানবসমাজের পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে দুটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে—১ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং ২. শ্রেণি সম্পর্ক। তার মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শ্রেণি সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি মনে করেন, শ্রেণি সংঘাতের ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং তাতে পূর্বাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এজন্য তিনি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করেন। মার্কস মনে করেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও শ্রেণি সংঘাতের মাধ্যমে সমাজের রূপান্তর ঘটে থাকে।

আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, সামাজিক পরিবর্তন একটি অনবরত চলমান গতিধারা। কখনও এ গতিধারা দ্রুততর হয় আবার কখনও তা মন্থর হয়ে পড়ে। এ গতিধারা অবিরাম ও অনন্ত।

**প্রশ্ন ▶ ৪** সম্প্রতি প্রকাশিত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট পড়ে সুবর্ণ জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, বিশেষত কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিক মাত্রায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোগ প্রবণতার এই পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

◀ *শিখনকল-৬*

- ক. সামাজিক পরিবর্তন কী? ১
- খ. সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের নেতিবাচক প্রভাবের ইজিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমাজের ওপর উদ্দীপক দ্বারা ইজিতকৃত বিষয়ের কি কোনো ইতিবাচক প্রভাব আছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো যেমন- পরিবার, বিবাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিবর্তনকে বোঝায়।

**খ** প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক কারণে মানুষের জীবনযাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভৌগোলিক প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং কম বেশি স্থায়ী হতে পারে। এ জন্য শীতপ্রধান অঞ্চল ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, সমতলভূমি অঞ্চল, মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের মাত্রাতেও পার্থক্য সূচিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের ইজিত রয়েছে।

বিশ্বায়ন হলো আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন। আর এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিকমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই বিশ্বায়নের কারণে মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। এই উৎপাদন ও ভোগ প্রবণতার জন্য অধিকমাত্রায় বর্জ্য তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ অধিকতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যা পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব।

অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট পড়ে সুবর্ণ জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিকমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। এই উৎপাদন ও ভোগ প্রবণতার জন্য অধিকমাত্রায় বর্জ্য তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ অধিকতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যা পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি ইজিত রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সুবর্ণ একটি রিপোর্ট পড়ে জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যা বিশ্বায়নকে নির্দেশ করে। সমাজের ওপর বিশ্বায়নের কতকগুলো ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তার বৃহৎ অংশ উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে তথাপি কিছু অংশ তৃতীয় বিশ্বে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে তা কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষিখাতে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সাথে জ্ঞানগত সম্পদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উন্নত বিশ্বের জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো লাভবান হচ্ছে।

গোষ্ঠী বা জাতিসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নতুন ধরনের বিশ্ব রচনার উদ্ভব ঘটেছে। যেমন— মানবাধিকার, নারী সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, ক্ষুদ্র জাতি-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নীতি নির্ধারকগণ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ৫** ইমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স পড়ছে। তার ছোট বোন ইরিনা তার কাছে সমকালীন বাংলাদেশে



সামাজিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইমন বলে, বর্তমানে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হচ্ছে যা সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। ইমন আরও বলে, বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব সংস্থা গ্রামে স্কুল, কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

◀ শিখনফল: ২

- ক. চলমানতার সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে কীসের মধ্য দিয়ে? ১
- খ. পরিকল্পিত পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কোন কোন কারণের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি কেবল উক্ত কারণগুলোই দায়ী? এ সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চলমানতার সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

**খ** সামাজিকভাবে বা মানবসৃষ্ট পরিবর্তনই পরিকল্পিত পরিবর্তন। একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ সাপেক্ষে যে উন্নয়ন কৌশল বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলে। যেমন— টেলিফোন, অটোমোবাইল, অ্যারোপ্লেন, বেতার, কম্পিউটার ইত্যাদি। পরিকল্পিত উন্নয়ন মানেই উন্নয়নের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ।

**গ** উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের যেসব কারণের ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কারণ ও এনজিও-এর কার্যক্রম।

কেননা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, নারী ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রায়ন, নারীর স্বাধীনতা অন্যতম। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, ইমন সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার কথা বলেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ সামাজিক কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া ইমন বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এসব কার্যক্রম হলো— গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যা এনজিও-এর কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। কেননা বেসরকারি সংস্থা

হিসেবে অনেক এনজিও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেবল উক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণ দায়ী।

কোনো সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে সমাজের পারিবারিক জীবন, গোষ্ঠী জীবন ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজারের বেশি মানুষ বাস করে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। আর এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের যে কারণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রাকৃতিক কারণ। যেমন— ২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বাংলাদেশের সামাজিক জীবনও উন্নত হয়েছে।

টেলিফোন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির প্রচলনের ফলে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে শিল্পায়ন ও শহরায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। ফলে দেশের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশের মানুষকে অধিক সচেতন করে তুলছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান, জীবনবোধ, আদর্শ, মূল্যবোধ আর আচার-আচরণে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, ধর্মীয় প্রভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেও সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরও নানাবিধ কারণ দায়ী।



### প্রশ্নব্যাংক

#### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ▶ ৬** মারুফদের গ্রামে একসময় সবাই জীবিকার জন্যে কৃষিকাজ করত। বর্তমানে অনেকেই কৃষিকাজ না করে অন্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। কেউ কেউ মৌসুমি ফলের ব্যবসা করছে। গ্রামে মুরগির খামার হয়েছে। পাশের গ্রামে একটি গার্মেন্টস হওয়ায় অনেকে সেখানেও কাজ করছে। গ্রামের

মধ্যভাগে একটি হাট বসেছে। সেখানে অনেকে দোকান সাজিয়ে ব্যবসা করছে।

◀ শিখনফল: ২

- ক. কোনটিকে সমাজের ভিত্তি বলা হয়? ১
- খ. সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি কীরূপ? ২
- গ. মারুফের গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের কোন কারণটির ভূমিকা লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩



**প্রশ্ন ▶ ১** ইমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স পড়ছে। তার ছোট বোন ইরিনা তার কাছে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইমন বলে, বর্তমানে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হচ্ছে যা সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। ইমন আরও বলে, বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব সংস্থা গ্রামে স্কুল, কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

◀ **শিখনফল: ২**

- ক. চলমানতার সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে কীসের মধ্য দিয়ে? ১
- খ. পরিকল্পিত পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কোন কোন কারণের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি কেবল উক্ত কারণগুলোই দায়ী? এ সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চলমানতার সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

**খ** সামাজিকভাবে বা মানবসৃষ্ট পরিবর্তনই পরিকল্পিত পরিবর্তন। একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ সাপেক্ষে যে উন্নয়ন কৌশল বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলে। যেমন— টেলিফোন, অটোমোবাইল, অ্যারোপ্লেন, বেতার, কম্পিউটার ইত্যাদি। পরিকল্পিত উন্নয়ন মানেই উন্নয়নের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ।

**গ** উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের যেসব কারণের ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কারণ ও এনজিও-এর কার্যক্রম।

কেননা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, নারী ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্রায়ন, নারীর স্বাধীনতা অন্যতম। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, ইমন সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার

কথা বলেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ সামাজিক কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া ইমন বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এসব কার্যক্রম হলো— গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যা এনজিও-এর কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। কেননা বেসরকারি সংস্থা হিসেবে অনেক এনজিও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে এবং গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে যা সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** সমকালীন বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেবল উক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণ দায়ী।

কোনো সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে সমাজের পারিবারিক জীবন, গোষ্ঠী জীবন ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজারের বেশি মানুষ বাস করে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। আর এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের যে কারণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রাকৃতিক কারণ। যেমন— ২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরের নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বাংলাদেশের সামাজিক জীবনও উন্নত হয়েছে।

টেলিফোন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতির প্রচলনের ফলে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে শিল্পায়ন ও শহরায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। ফলে দেশের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আনুষ্ঠানিক,

অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশের মানুষকে অধিক সচেতন করে তুলছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান, জীবনবোধ, আদর্শ, মূল্যবোধ আর আচার-আচরণে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, ধর্মীয় প্রভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেও সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরও নানাবিধ কারণ দায়ী।

**প্রশ্ন ▶ ২** কল্লোল মাহমুদ সাহেব ১২ বছর কানাডা থেকে দুই মাসের ছুটিতে দেশে আসেন। নিজ গ্রামে গিয়ে তিনি দেখেন ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন। তার এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক শিল্পকারখানা। ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে টিনের ঘরের জায়গায় গড়ে উঠেছে ইটের ঘর। তবে শিল্পকারখানার বর্জ্য স্থানীয় ডাকাতিয়া বিলে গড়িয়ে যাওয়ায় বিলে এখন আর ধান হয় না। বিলটি এখন মাছশূন্য। এলাকায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখে জনাব মাহমুদের মন কেঁদে ওঠে।

◀ শিখনফল: ২

- ক. শিল্পায়ন কী? ১
- খ. নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম ফলশ্রুতি হলো পারিবারিক ভাঙনজনিত সমস্যা— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. কল্লোল মাহমুদের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কী কী কারণ কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়টি দ্বারা কি উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শিল্পায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অকৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়।

**খ** নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম ফলশ্রুতি হলো পারিবারিক ভাঙনজনিত সমস্যা।

গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া এবং নগরে অণু পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পেছনে নগরায়ণ এবং শিল্পায়নই দায়ী। গ্রামের একটি যৌথ পরিবারের সদস্য নগরে এসে অকৃষিজ পেশায় যোগ দিয়ে সাধারণত অণু পরিবারই গড়ে তোলে। এছাড়া সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নগরে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়।

**গ** কল্লোল মাহমুদের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ শিল্পায়নের ভূমিকা রয়েছে এবং এই শিল্পায়নের প্রভাব অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সমাজের অবকাঠামোগত পরিবর্তনে সহায়তা করেছে।

আমরা জানি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এর ফলে বিদ্যুৎ, স্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কার মানব সভ্যতা ও প্রগতির ধারাকে গতিশীল করেছে।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকারখানা বা কুটিরশিল্প আজ বৃহদায়তন শিল্পকারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা না থাকায়, এ সকল বৃহদায়তন শিল্পকারখানা প্রযুক্তির সুবিধা অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুবিধা পাওয়া যায় এমন গ্রামের আশপাশে গড়ে উঠেছে।

কল্লোল সাহেবের গ্রামেও প্রযুক্তিগত এ সকল সুবিধাদি থাকার কারণে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। ফলে সেখানকার গ্রামের বহু মানুষের এ সকল শিল্পকারখানায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। আর তাই মানুষ আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে গড়ে তুলছে টিনের এবং ইটের পাকা ঘর।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কল্লোল মাহমুদের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নগরায়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কল্লোল মাহমুদের গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

**ঘ** শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের ফলে মানবজীবনে এ সকল সমস্যা ছাড়াও আরও নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত একটি সমস্যা হলো গৃহায়ন ও বস্তি সমস্যা। জীবিকা ও কর্মসংস্থানের আশায় মানুষ গ্রাম থেকে পরিবারসহ শহরে চলে আসে। সামান্য আয়ের এ সকল লোকেরা মাথা গৌজার জন্য বস্তি গড়ে তোলে। স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষের পক্ষে শহরে যৌথ পরিবার নিয়ে বসবাস করা কষ্টকর বিধায় আস্তে আস্তে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠেছে। অপরদিকে, শহুরে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই উপার্জনশীল হলে ক্ষমতা, মর্যাদা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অনেক সময় পারিবারিক কলহ দেখা দেয়; যা ঐ পরিবারের সন্তানসহ অন্যদের নিরাপত্তাহীন করে ফেলে। এছাড়া নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সর্বত্রই প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সংস্কার ও বিপ্লব সমাজের কাঠামো, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহিত করে। যেমন— জাপানের মেইজি সংস্কার আন্দোলন জাপানকে কৃষি থেকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হলো শিল্পায়ন। এর ফলে দেখা যায় শিল্পকারখানার বর্জ্য স্থানীয় ডাকাতিয়া বিলে গড়িয়ে যাওয়ায় সেখানে এখন আর ধান হয় না। বিলটি এখন মাছশূন্য। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্পায়নের কারণেই উদ্দীপকের উল্লিখিত সমস্যা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং শিল্পায়নের কারণে একদিকে যেমন সমাজ জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩** নাসিমা গ্রাম ছেড়ে রাজধানীর আশকোনা এলাকার এক বস্তিতে স্বামী ও সন্তানাদি নিয়ে বসবাস করেন। প্রায় দু' বছর ধরে এক বাসাবাড়িতে পেটে-ভাতে গৃহস্থালির টুকটাক কাজ করার পর বছর খানেক আগে তিন হাজার টাকা মাসিক বেতনে স্থানীয় সোয়ান গার্মেন্টসে কাজ নেন। তিনি এখন বাড়তি আয় করে পরিবারের কিছুটা উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন।

◀ শিখনফল: ৩



ক. কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য কী প্রয়োজন? ১

খ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাসিমার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেসব উপাদানের সমন্বয় ঘটেছে সেগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নাসিমার পোশাক শিল্প-কারখানায় কাজ করার মধ্য দিয়ে কোন যুগের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

**খ** আমাদের দেশের স্থল ও জলপথ ব্যবস্থা অদ্যাবধি এতই অনুরত যে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে আনা-নেওয়া সম্ভব হয় না। যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত বলেই আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদানুযায়ী শিল্পকারখানা স্থাপন করা যাচ্ছে না। এছাড়া পরিবহন ধর্মঘট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত নাসিমার সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধানত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবের সমন্বয় ঘটেছে।

নগরায়ণের মাধ্যমে মানুষের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি, আর্থিক সচ্ছলতা আনা, বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়। ফলে দেশের অন্যান্য স্থান হতে মানুষ নগরে এসে বসবাস করে। এছাড়াও নগরের লোকজন গ্রামের তুলনায় অধিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। শিল্পায়ন বলতে মূলত কৃষি সমাজে আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের বিকাশকে বোঝায়। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। শিল্প এলাকায় মানুষের কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়, ঢাকা শহরে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠায় এখানে মানুষের কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাসিমা উন্নত জীবনের আশায় গ্রাম থেকে রাজধানীতে এসে বসতিতে বসবাস করে যা নগরায়ণকে নির্দেশ করছে। পরবর্তীতে সে জীবিকার আশায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করে। নাসিমার গার্মেন্টসের কাজ করা শিল্পায়নের প্রভাবকে নির্দেশ করছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সমন্বয়ে নাসিমার সমাজজীবনে পরিবর্তন এসেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে নাসিমার পোশাক শিল্প-কারখানায় কাজ করার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা বিশ্লেষণ করা হলো—

কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে স্তরের ব্যবধান হিসেবে মনে করেছেন। তাদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নতকামী ছিল। অগাস্ট কোঁৎ জনগণের বিকাশকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা— প্রথম বা আদি যুগ হচ্ছে ধর্মীয় যুগ,

দ্বিতীয় হলো দার্শনিক যুগ, আর শেষ যুগ হলো পজিটিভিজম বা দৃষ্ট প্রকৃতির যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দৃষ্ট প্রকৃতিকে মানুষ চরম বলে স্বীকার করেছে।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ মূলত জাগতিক পরিবর্তনকেই বোঝায় যা এক অনির্দিষ্ট অস্থায়ী অসাদৃশ্য থেকে নির্দিষ্ট স্থায়ী সমসাদৃশ্যে চিরন্তন গতিতে বয়ে চলেছে। স্পেন্সার ছিলেন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, ‘বিবর্তনের ফলে সমাজের রূপ পরিবর্তিত হয়’।

কার্ল মার্কস মানবসমাজের পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে দুটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে—১ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি এবং ২. শ্রেণি সম্পর্ক। তার মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শ্রেণি সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। তিনি মনে করেন, শ্রেণি সংঘাতের ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং তাতে পূর্বাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এজন্য তিনি সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত করেন। মার্কস মনে করেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ও শ্রেণি সংঘাতের মাধ্যমে সমাজের রূপান্তর ঘটে থাকে।

আধুনিক যুগের সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, সামাজিক পরিবর্তন একটি অনবরত চলমান গতিধারা। কখনও এ গতিধারা দ্রুততর হয় আবার কখনও তা মন্থর হয়ে পড়ে। এ গতিধারা অবিরাম ও অনন্ত।

**প্রশ্ন▶৪** আশরাফ সাহেব একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাথেও উক্ত কাজে জড়িত রয়েছেন। মাঝে মধ্যে তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। আর রিপোর্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করেন কম্পিউটার। আবার কখনও কখনও তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ের ওপর ক্লাসও নিয়ে থাকেন। স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও প্রতিবেদন পেশ করার জন্য তিনি সেখানেও কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন। **B**

◀ শিখনফল-৪

ক. সমাজবিজ্ঞানের যে কটি বিষয়ের ওপর গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যে কোনটি অন্যতম? ১

খ. সামাজিক রূপান্তর কীভাবে ঘটে? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজে কোন কোন সংগঠনের ওপর তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তথ্য প্রযুক্তি কি কেবল উক্ত সংগঠনসমূহের ওপরই প্রভাব ফেলে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজবিজ্ঞানের যে কটি বিষয়ের ওপর গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন অন্যতম।

**খ** পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর ঘটে থাকে। পরিবর্তন সমাজের কাঠামোগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংঘ, আদর্শ, মূল্যবোধ যা নেতিবাচক, ইতিবাচক, পরিকল্পিত, অপরিপক্কিত, উর্ধ্বগামী, নিম্নগামী যেকোনো ধরনের রূপান্তরকেই নির্দেশ করে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর মধ্যে এই রূপান্তর লক্ষ করা যায়।

**গ** উদ্দীপকে সমাজের যেসব সংগঠনের ওপর তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে বর্ণিত আশরাফ সাহেব একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। মাঝে মাঝে তিনি সংবাদ সংগ্রহের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। আর রিপোর্ট তৈরির জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করেন যা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম সংগঠনের ওপর তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবকে নির্দেশ করে। কেননা বিভিন্ন সংবাদ ও গণমাধ্যম সংগঠনের ওপর তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যেকোনো সংবাদ সংরক্ষণ, পরিবর্তন, বন্টন কিংবা তথ্য তৈরিতে তথ্য ও প্রযুক্তি সহায়তা করে। এছাড়া আশরাফ সাহেব কখনও কখনও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ের ওপর ক্লাসও নিয়ে থাকেন। সেখানে স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও প্রতিবেদন পেশ করার জন্যও তিনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাবকে নির্দেশ করে। কারণ বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে গণমাধ্যম, সংবাদপত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** তথ্য ও প্রযুক্তি কেবল সংবাদপত্র, গণমাধ্যম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপরই প্রভাব ফেলে না আরও অন্যান্য বিষয়ের ওপরও প্রভাব ফেলে।

যেকোনো রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। তথ্য প্রযুক্তি জনগণের প্রতি সেবাদানের মানকে উন্নত করে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি সরকারের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে সহায়তা করে। অর্থাৎ উন্নতমানের তথ্য ও প্রযুক্তি সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করে। পাশাপাশি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাতে প্রভাব ফেলে। তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্নভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি মনিটরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব হয়। এছাড়াও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন সিনেমা, নাটক-নাটিকা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে নানা রকম প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক কল্যাণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত নাটক সিনেমা দেখে বাংলাদেশের শহুরে সমাজে পরিবর্তনের ছাপ লক্ষণীয়। বিশ্বের যেকোনো স্থানে কোনো একটা নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার মুহূর্তের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যক্তির সমাজিকীকরণেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে আমরা বলতে পারি, তথ্য প্রযুক্তি গণমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠনের ওপরও প্রভাব ফেলে।

**প্রশ্ন ৫** সম্প্রতি প্রকাশিত পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট পড়ে সুবর্ণ জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, বিশেষত কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিক মাত্রায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোগ প্রবণতার এই পরিবর্তনের ফলে

প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

◀ শিখনফল-৬

ক. সামাজিক পরিবর্তন কী?

১

খ. সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের নেতিবাচক প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. সমাজের ওপর উদ্দীপক দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের কি কোনো ইতিবাচক প্রভাব আছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

### নেং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো যেমন- পরিবার, বিবাহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিবর্তনকে বোঝায়।

**খ** প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ভৌগোলিক কারণে মানুষের জীবনযাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভৌগোলিক প্রভাব রয়েছে। এ প্রভাব কোথাও প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং কম বেশি স্থায়ী হতে পারে। এ জন্য শীতপ্রধান অঞ্চল ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, সমতলভূমি অঞ্চল, মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণের জীবনযাত্রায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের মাত্রাতেও পার্থক্য সূচিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে।

বিশ্বায়ন হলো আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন। আর এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিকমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই বিশ্বায়নের কারণে মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। এই উৎপাদন ও ভোগ প্রবণতার জন্য অধিকমাত্রায় বর্জ্য তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ অধিকতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যা পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব।

অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট পড়ে সুবর্ণ জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের ওপর অধিকমাত্রায় চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া মানুষের ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হচ্ছে। এই উৎপাদন ও ভোগ প্রবণতার জন্য অধিকমাত্রায় বর্জ্য তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ অধিকতর হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যা পরিবেশের ওপর বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করে।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।



ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সুবর্ণ একটি রিপোর্ট পড়ে জানতে পারে, আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যা বিশ্বায়নকে নির্দেশ করে। সমাজের ওপর বিশ্বায়নের কতকগুলো ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে পুঁজির আন্তর্জাতিক চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তার বৃহৎ অংশ উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে তথাপি কিছু অংশ তৃতীয় বিশ্বে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে তা কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষিখাতে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সাথে জ্ঞানগত সম্পদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উন্নত বিশ্বের জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো লাভবান হচ্ছে। গোষ্ঠী বা জাতিসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নতুন ধরনের বিশ্ব রচনার উদ্ভব ঘটেছে। যেমন— মানবাধিকার, নারী সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, ক্ষুদ্র জাতি-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নীতি নির্ধারণকণ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।



## সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ৬** দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন শেষে আমিন সাহেব দেশে ফিরে আসেন এবং গ্রামের বাড়িতে যান। এক সময় এ গ্রামে ফসল আবাদের জন্য বৃষ্টির অপেক্ষা, গরমে হাতপাখার প্রচলন এবং বিনোদনের জন্য রেডিওই ছিল অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে উন্নত পানির পাম্প, শ্যালো মেশিন, সিলিং ফ্যান এবং ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। **A** **◀ শিখনফল: ১**

- ক. অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূল কথা কী? ১
- খ. পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন কীরূপ ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. আমিন সাহেবের ঘটনায় সমাজবিজ্ঞানের যে প্রত্যয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনায় উক্ত প্রত্যয়টির তুমি কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করছো? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের মূল কথা হলো সমাজের মৌল বা অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিচয় সমাজে সব সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের কর্ম, দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত ধারণাগুলো ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা মানুষের কর্মের পরিধিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। পেশার বিভিন্নতা, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাবই লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে যেমন শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে অন্যদিকে সেবাখাতগুলোতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে।



**সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—**

**গ** সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** সামাজিক পরিবর্তনের ধরনগুলো বিশ্লেষণ করো।

**প্রশ্ন ► ৭** রিতা ও মিতা দু'বোন। রিতা বাবা-মায়ের কথা মেনে চলে। নিয়মিত পড়াশোনা করে ভালো ফল লাভ করে। বর্তমানে সে শিক্ষকতার পাশাপাশি এলাকার দুস্থ নারীদের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য দেশে এবং বিদেশে রপ্তানি করছে। এতে দুস্থ নারীসহ তার নিজের এবং দেশের উন্নয়ন ঘটছে। অপরদিকে মিতা পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ায় খারাপ ফল করে। আজ সে পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। **A** **◀ শিখনফল: ২**

- ক. কখন তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে? ১
- খ. নগরকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানটি রিতার জীবনে পরিবর্তন এনেছে? পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মিতার জীবনে কোন মূল্যবোধগুলো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৭নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে।

**খ** বাংলাদেশে সব ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে শহরে, বিশেষত ঢাকা থেকে। সিভিল সমাজের আন্দোলন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রভৃতি নগরগুলোতেই দানা বাঁধে। বাংলাদেশে রাজনীতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে নগরকেই বেছে নেয়। তাই নগরকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়।



**সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—**

**গ** সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকার ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** সামাজিক মূল্যবোধ কী সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে? বিশ্লেষণ করো।